II Nibodhata July-Aug 2012

ধারাবাহিক রচনা

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্যের জন্য মহাভারতের অনুশাসনপর্বের একশো ঊনপঞ্চাশতম অধ্যায় থেকে আচার্য শংকর বেছে নিয়েছিলেন একশো বিয়াল্লিশটি শ্লোক। বিষয় অনুসারে এই শ্লোকগুলিকে বিভাজিত করলে দেখতে পাই, 'আমুখ' বা সূত্রধারকের কাজ করছে প্রথম শ্লোকটি, বৈশম্পায়ন ও জনমেজয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্লোকটি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন। পিতামহ ভীষ্ম এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন একশো সতেরোটি শ্লোকে। তার মধ্যে প্রথম দশটি শ্লোক যেন অনুবন্ধচতুষ্টয়—বিষয়, বিষয়ী, প্রয়োজন ও অধিকারীকে ব্যাখ্যা করেছে। পরবর্তী একশো সাতটি শ্লোকে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়েছে সহস্রনামাবলি। বহু প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য এই একশো সাতটি শ্লোককে তথা একহাজার নামকে দিয়েছেন মন্ত্রের মর্যাদা। শুধুমাত্র এই নামের সঙ্গে 'নমঃ' পদ সংযুক্ত করে সচন্দন-তুলসীপত্রপুষ্পে নারায়ণের পূজা, তথা 'স্বাহা'পদ সংযুক্ত হোমের প্রচলন আছে। শেষ বাইশটি শ্লোক বিষ্ণুসহস্রনামের ফলশ্রুতি বা মাহাত্ম্য কীর্তন করেছে।

শ্রীবৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা ধর্মানশেষেণ পাবনানি চ সর্বশঃ।
যুধিষ্ঠিরঃ শান্তনবং পুনরেবাভ্যভাষত ॥১

অন্বয় : ধর্মান্ অশেষেণ পাবনানি চ সর্বশঃ শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরঃ শান্তনবং পুনঃ এব অভ্যভাষত।

শাংকরভাষ্য : বৈশম্পায়নো জনমেজয়মুবাচ—ধর্মান্ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সোৎপত্তিহেতুভূতান্ চোদনালক্ষণান্ অশেষেণ কার্ৎস্ন্যেন পাবনানি পাপক্ষয়করাণি ধর্মরহস্যানি চ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরো ধর্মপুত্রঃ শান্তনবং শান্তনুসুতং ভীষ্মং সকলপুরুষার্থ-সাধনং সুখসম্পাদ্যম্ অল্পপ্রয়াসম্ অনল্পফলম্ অনুক্তম্ ইতি কৃত্বা পুনঃ ভূত এব অভ্যভাষত প্রশ্নং কৃতবান্।

ভাবানুবাদ : ব্যাসদেব বৈশম্পায়ন মহাভারতের কথাকার। এক লক্ষ শ্লোক সমন্বিত মহাকাব্য মহাভারত রচনার পর ব্যাসদেব প্রথমে নিজপুত্র শুকদেবকে তা অধ্যয়ন করান। অতঃপর সৌতি (সূত) বৈশম্পায়নাদি অন্যান্যদের পাঠ করান।

এখানে শ্রোতা জনমেজয় রাজা পরীক্ষিতের পুত্র, অর্জুনের প্রপৌত্র। তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হলে শিশুপুত্র জনমেজয় রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। শমীকমুনি ও পরীক্ষিতের সর্পবৃত্তান্ত, পরীক্ষিৎকে শমীকপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপ, সাতদিনের মধ্যে তক্ষকের দংশন, শুকদেবের মুখে পরীক্ষিতের ভাগবতশ্রবণ—মহাভারত তথা ভাগবতের এক প্রসিদ্ধ কাহিনি। জনমেজয় বড়ো হয়ে পিতৃহন্তার প্রতিশোধস্পৃহায় 'সর্পসত্র' নামক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। সর্পসত্রে যজ্ঞকর্মের অবকাশে বৈশম্পায়ন প্রতিদিন মহাভারত পাঠ করতেন।

বৈশম্পায়ন চিত্রের মতো এখানে উপস্থাপন করেছেন একটি দৃশ্যকে। নির্জন নদীতীর, বাতাস যেখানে স্বজনবিয়োগের শোকে স্তব্ধ, সদ্য স্বামীপুত্রহারা নারীদের দীর্ঘশ্বাসে ভারী, ভূমি যেখানে হিংসা-ক্ষমতা-অহংকার-আধিপত্যের পরিণামী রুধিরে আর্দ্র, সেখানে

শরশয্যাগত পিতামহের মুখে দিনের পর দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তত্ত্বকথা শুনছেন যুধিষ্ঠির। তত্ত্বজ্ঞানী ভীষ্ম প্রকরণগতভাবে শুনিয়ে যাচ্ছেন বর্ণাশ্রমধর্ম, রাজধর্ম, প্রায়শ্চিত্তকর্ম, কর্ম-বিকর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য...

আচার্য শংকর তাঁর ভাষ্যের প্রারম্ভেই ব্যাখ্যা করেছেন ধর্মের স্বরূপকে। 'ধর্ম' অভ্যুদয় বা নিঃশ্রেয়স উৎপত্তির হেতু অর্থাৎ কারণ বা পন্থা। ধর্ম ঐহিক জীবনের অবিবেকজনিত কর্মের শোধন বা জন্মজন্মান্তরের পাপক্ষয়কারী কর্মানুষ্ঠান। আচার্য অন্যত্র (শাংকরভাষ্য, গীতা) আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "বৈদিকধর্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিপথে ধর্ম ঐহিক-পারত্রিক উন্নতির কারণ এবং নিবৃত্তিপথে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ"—"দ্বিবিধো হি বেদোক্তধর্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিণাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুঃ..."

সমস্ত শুনলেন যুধিষ্ঠির। সব শোনার পর আর বাকি কী থাকে? এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করছেন, যুধিষ্ঠিরের যেন মনে হল, সমস্ত ধর্মপ্রসঙ্গ অর্থাৎ যজ্ঞাদি তথা প্রায়শ্চিত্তাদি কর্মসমূহের পন্থা অত্যন্ত জটিল, আয়াসসাধ্য। সাধ্যবস্তু লাভের যে-পুরুষার্থ তা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাহলে এমন কী দৈব অনুগ্রহ থাকতে পারে, সর্বজনের অনায়াসসাধ্য সহজ পুরুষার্থ থাকতে পারে যে পূজাদিকর্মের 'অল্পপ্রয়াসে' 'অনন্ত' প্রাপ্তি হতে পারে? এইপ্রসঙ্গ অনুক্ত রয়ে গেছে ভেবে তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন—

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিমেকং দৈবতং লোকে কিং বাপ্যেকং পরায়ণম্।
স্তুবন্তঃ কং কমর্চন্তঃ প্রাপ্নুয়ুর্মানবাঃ শুভম্॥২

অন্বয় : কিম্ একং দৈবতং লোকে, কিং বা অপি একং পরায়ণং, স্তুবন্তঃ কং কম্ অর্চন্তঃ মানবাঃ শুভং প্রাপ্নুয়ুঃ।

শাংকরভাষ্য : কিমেকং দৈবতং দেব ইত্যর্থঃ, স্বার্থে তদ্ধিতপ্রত্যয়বিধানাৎ, লোকে লোকনহেতুভূতে সমস্তবিদ্যাস্থানে উক্তং 'যদাজ্ঞয়া প্রবর্তন্তে সর্বে' ইতি প্রথমঃ প্রশ্নঃ। কিং বাপ্যেকং পরায়ণম্ অস্মিন্লোকে একং পরায়ণং চ কিম্? পরম্ অয়নং প্রাপ্তব্যং স্থানং যস্মিন্নিরীক্ষিতে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ডক, ২।২।৮) ইতি শ্রুতেঃ হৃদয়গ্রন্থির্ভিদ্যতে।

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণানন্দলক্ষণো মোক্ষঃ প্রাপ্যতে, যদ্বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনঃ, যৎপ্রবিষ্টস্য ন বিদ্যতে পুনর্ভবঃ, যস্য চ বেদনাত্তদেব ভবতি, 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুণ্ডক, ৩।২।৯) ইতি শ্রুতেঃ। যৎ বিহায়াপরঃ পন্থা নৃণাং নাস্তি, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' (শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৫) ইতি শ্রুতেঃ।

তদুক্তমেকং পরায়ণং লোকে যত্তৎ কিমিতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ। কং কতমং দেবং স্তুবন্তঃ গুণসঙ্কীর্তনং কুর্বন্তঃ, কং কতমং দেবম্ অর্চন্তঃ বাহ্যমাভ্যন্তরং চার্চনং বহুবিধং কুর্বন্তঃ মানবা মনুসুতাঃ শুভং কল্যাণং স্বর্গাদিফলং প্রাপ্নুয়ুঃ লভেরন্নিতি পুনঃ প্রশ্নদ্বয়ম্।

ভাবানুবাদ : এই শ্লোকে চারটি প্রশ্ন করেছেন যুধিষ্ঠির। 'লোকে' অর্থাৎ সমস্ত লোকে। সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে রয়েছে যাঁর আধিপত্য, যাঁর আদেশে সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়—'যৎ আজ্ঞয়া প্রবর্তন্তে সর্বে', সেই শীর্ষদেবতা কে? এটি প্রথম প্রশ্ন।

ভাষ্যকার 'লোক'শব্দের পরিভাষা করেছেন 'বিদ্যাস্থান'। প্রাণী তার নিজস্ব জ্ঞানবিদ্যানুসারেই সমাজে স্থান পায় তথা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ আদি চতুর্দশ লোকে চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ-গান্ধর্বাদি নিয়ে আঠারোটি বিদ্যাস্থান। এই অষ্টাদশ বিদ্যাস্থানে যে-সমস্ত প্রাণী প্রারব্ধবশে আবর্তিত হচ্ছে নিজ নিজ কর্মে, তার সঞ্চালক সর্বোচ্চ কর্তা কে? 'কিম্ একম্'—(সর্বোচ্চ অর্থে) কে সেই একমাত্র অর্থাৎ শিখরস্থ দেবতা?

'দৈবত' এবং দেবতা একই কথা, দেবতা শব্দে তদ্ধিত প্রত্যয় (দেবতা+অণ্) যুক্ত করে 'দৈবত' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু অর্থের কোনও পরিবর্তন হয়নি। কারণ এই তদ্ধিত প্রত্যয় স্ব-অর্থে, ভিন্ন অর্থে নয়।

প্রথম প্রশ্নটি কর্তা, শাসক অর্থে হলেও, দ্বিতীয় প্রশ্নটি 'আশ্রয়' অর্থ নিয়ে আন্তরিক। এই জগতে